পথ রাখ পরিষ্কার, আসিবেন অবতার,
মন রাখ কৃষ্ণের চরণে।"
এই বাণী যবে করে, তার কিছুদিন পরে,
রামদাস স্বর্গে চলি গেল।
শিষ্য-সাখা সবে মিলি, দিয়ে ভক্তি অশ্রু-ডালি,
নবগঙ্গা তীরে দেহ নিল।।
ঘৃতমাখি সর্ব্ব অঙ্গে, চন্দনের কাষ্ঠ সঙ্গে,
স্বর্ণকান্তি দেহ তাঁর দহে।
সেই সমাধির পর, 'লক্ষ্মীপাশা কালীঘর,
সৃষ্টি হল' এই সবে কহে।।
চন্দ্রমণি তাঁর পুত্র, ক্রমে শুন পর সূত্র,
তাঁর পুত্র শুকদেব নাম।
লক্ষ্মীপাশার উত্তর, নবগঙ্গা নদী পার,
বাস করে জয়পুর গ্রাম।।
তস্যপুত্র কালিদাস, বহুদিন কৈল বাস,
পরে যায় পাথরঘাটায়।
রবিদাস-নিধিরাম, কনিষ্ঠ শ্রীজীব নাম,
তিনপুত্র সহিত তথায়।।
সর্ব্বদায় সাধু সেবা, সংকীর্ত্তন রাত্রি দিবা,
মাঝে মাঝে বাণিজ্য করিত।
যাহা করে উপার্জন, তাহাতে সাধু সেবন,
ক্ষেত্রকার্য্য অল্প পরিমিত।।
একদিন কৃষ্ণ-ধ্যানে, তুলসী বেদীর স্থানে,
বসিয়াছে কালিদাস যিনি।
করে করে' মালা জপ, অন্তরে কৃষ্ণ আরোপ,
হেনকালে হৈল দৈববাণী।
"সাধুসেবা যে দিনেতে, হবে তব ভবনেতে,
এই বিলে আছয়ে প্রস্তর।
আসিয়া বিলের কূলে, দাঁড়াইও হরি বলে,
ভুরি ভুরি উঠিবে পাথর।।
সে সব পাথর ল'য়ে, নিজ ভবনেতে গিয়ে,
সাধু সেবা করিও যতনে।
সাধুসেবা হ'লে পরে, লইয়া বিলের তীরে,
সে পাত্র রাখিও পূর্ব্বস্থানে।।"
এরূপ করেন তিনি গ্রাম্য লোকে তাই শুনি,
মহোৎসব হ'লে কোনও ঠাঁই।
প্রস্তর লইব বলে, দাঁড়া'ত বিলের কুলে,
দিয়া কালিদাসের 'দোঁহাই'।।"
সে সব পাথর লয়ে, নিজ ভবনেতে গিয়ে,
ভোজন করায় লোক সবে।
লোকের ভোজন পরে, আসিয়া বিলের তীরে,
পাথর রাখিলে যায় ডুবে।।
পুরাতন লোকে জানে, সেই বিলের দক্ষিণে,
পাবুনে নামেতে ছিল গ্রাম।
পাথর আসিত ঘাটে, যে ঘাটে পাথর উঠে,
হইল পাথরঘাটা নাম।।
এক বাটী একদিনে, সে সব পাথর এনে,
বহুলোক ভোজন করায়।
প্রস্তর ঘাটেতে এনে, রেখে গেল সেই স্থানে,
একখানি পাথর না দেয়।।
সন্ধ্যা হইল উত্তীর্ণ, সেই পাথরের জন্য,
হু হু শব্দ উঠিতেছে জলে।
বিলের যত প্রস্তর, হ'য়ে সবে একত্তর,
সেই জল বৃদ্ধি হ'য়ে চলে।।
যে ঘরে পাথর ছিল, জলেতে ভাঙ্গিয়া নিল,
মধুমতি নদীর মাঝেতে।
দেবশীলা স্বপ্নাদেশে, বলে গেল কালিদাসে,
কলুষ পলিশ এ গ্রামেতে।।
সে কালিদাসের পুত্র, নিধিরাম জ্যেষ্ঠ সূত,
তিনি হ'ল পরম নৈষ্ঠিক।
শ্রীনিধিরামের ঘরে, দুই পুত্র জন্ম ধ'রে,
মোচনরাম কনিষ্ঠ কার্ত্তিক।।
জ্যেষ্ঠ শ্রীমোচনরাম, অপর মুকুন্দ নাম,
ঠাকুর 'মোচাই' নামে খ্যাত।